টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
– বিয়ের –
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৬ ইং 11th Mar. 1970 | ৪০শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

পদব্রজে ভারতবর্ষ ভ্রমণ

২৪-পরগণা জেলার তাইবেরিয়া গ্রামের শ্রীঅনিলকুমার মণ্ডল নামক একজন যুবক পদব্রজে ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। তিনি উড়িষ্যার ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম ও শহর ভ্রমণ করিয়া গত ৮ই মার্চ্চ রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগারে উপস্থিত হন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক পল্লীতে ও শহরে আমি যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ করেছি।

স্টুডেন্টস ফেভারিট
স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

স্বাস্থ্য আমার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
হজম হয় না মুগের জুস্।
হজম হয় শুধু সাহেবের তাড়া,
আর টাকা সিকে যা' পাই ঘুস্।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ অভিনব অভিযান ॥

নেতাজী সুভাষচন্দ্র শুধু এই যুগেই নয়, সকল যুগে সকল দেশের কাছে এক মহা বিস্ময়। তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার কর্মধারায় পৃথিবীর যে কোন দেশ যে কোন কালে অনেক কিছু পাইতে পারে। রত্নপ্রসবিনী ভারতের এক মহান্ কর্মতপস্বী ও আন্তরিক মাতৃভূমি-প্রেমিক নেতাজী। আজ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যুরহস্যের কিনারা হইল না। ভারতবাসী—যে প্রদেশেরই হোক না কেন এবং যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন, আজও নেতাজীর নামে নতশির শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে। তাঁহার স্মৃতি সকলেই আপন অন্তরের পবিত্রতম মণিকোঠায় সযত্নে লালন করেন এবং আশা করেন—নেতাজী জীবিত, মৃত নন। এক শুভ জ্যোতির্ময় লগ্নে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে।

সরকারী স্তরে নেতাজীর মৃত্যুরহস্যের তদন্ত হইয়াছে। নানা রকম ঘোষণাও হইয়াছে। তাহার মোট কথা এই যে, নেতাজী মৃত। কিন্তু এই সব তদন্তে ভারতবাসী এখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কোথায় যেন একটু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। তাই যেভাবে নেতাজীর মৃত্যুরহস্যের তদন্ত দাবী করা হইয়াছে, তাহাতে সরকার কোন উৎসাহ দেখান না। ইহাই মুস্কিল বাধাইয়াছে বেশী। সন্দেহের জাল আরও শক্ত হইবার অবকাশ এইখানেই। তাই প্রশ্ন এই, স্বাধীন ভারত এই স্বাধীনতার জলন্ত পূজারী সম্পর্কে এতখানি উৎসাহ-হীন কেন? ইহা পৃথিবীর তাবৎ স্বাধীন জাতি-সমূহের নিকট কিসের পরিচয় বহন করিবে?

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, নেতাজী তদন্তের প্রশ্ন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক স্থির করিবেন। ইহার অর্থ এমনও হইতে পারে যে, নেতাজীর বিষয়ে সত্যই যদি কিছু আজও থাকিয়া থাকে, তবে যাহা উদ্ঘাটিত হওয়ার পথে দলীয় স্বার্থের কিছু বাধা থাকিলে, আগে হইতে উহার ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু এইভাবে কতদিন চলিবে তাহা প্রতিটি মাতৃমন্ত্রী নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষের প্রশ্ন। বহু ঢাক-ঢোল-মৃদঙ্গ-মাদল বাজাইয়া নেতাজীর তরবারি দিল্লী লইয়া যাওয়া হইল। আবার ওই দিল্লীর মসনদ হইতে তাঁহার প্রতি যে উন্নাসিকতা দেখান হইয়াছে তাহাতে তাজ্জব বনিতে কাহারও বাকি নাই। নেতাজীর 'দিল্লী চলো' হুঙ্কার কি আজিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতেছে? আমরা কিছুদিন আগে জানিতে পারিয়াছি যে, নেতাজীর সম্পর্কে এক তথ্যচিত্র যাহা ভারতের বাহির হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আজ সরকারের ভাণ্ডারে নাই। 'কোথায় গেল'-র উত্তর পাওয়া যায় নাই।

প্রধান মন্ত্রী নেতাজীকে হিংসায় বিশ্বাসী এবং তাঁহার পথ গান্ধী ও নেহরুর পথের বিপরীত বলিয়া মনে করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীতে নেতাজীর নামে কোন সম্মানের 'চক্র' চালু করিতে নারাজ। নারাজ আজাদ হিন্দ বা নেতাজীর নামে সৈন্যদলের কোন ডিভসনের নাম দেওয়াতেও। অথচ গান্ধীনোট বা নেহরুমুদ্রা হয়। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু এইভাবে কি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে নেতাজীর নামকে মুছিয়া দেওয়া যাইবে? মন্ত্রীত্ব কালপ্রবাহের বুকে সামান্য একটি বুদ্বুদও নয়। কিন্তু নেতাজী শুধু উত্তাল তরঙ্গই নয়, এক মহা-প্রলয়। তাহাকে কে চাপা দিয়া রাখিবে? নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আবার মার্কসীয় গোত্রে ফেলারও নব নব ফরমূলা আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? নেতাজী আপনাতে আপনিই অনন্য। তাঁহার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভারতীয়; সেখানে অন্যপ্রভাব নাই। তাঁহার বিভিন্ন উক্তি সে প্রমাণ দেয়। নেতাজীর স্বপ্নের ভারতে মাতব্বরেরা তাঁহার নাম লইয়া যেভাবে গেণ্ডুয়া খেলিতেছেন, তাহাতে আমাদের নেতাজীপ্রীতি আছে বলিতেও ভয় হয়।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

"..... পার্টির লক্ষ্য ভারতীয় পরিবেশে ভারতীয় পদ্ধতিতে মার্কস্‌বাদের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং উহার নাম সুভাষবাদ।" ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি ঘোষণা।

একেবারে সুভাষ-বাদ?

* * *

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে—'মুখোশের আড়ালে।'
—বিজ্ঞাপন।

রঙ্গমঞ্চ যেতে হবে না, রাজনীতির মঞ্চেই দেখতে পাবেন।

* * *

এ শহরের বিজলীবাতিগুলো টিম টিম করছে দেখে কাতুখুড়ো বলছেন—'সরকার যে টিমটিমায়মান বাবা।'

* * *

সিটি কলেজের ছাত্র দীপক মিত্র ছাব্বিশটি বিষধর সাপের সঙ্গে থাকছেন।

অবিশ্বাস্য মিত্রতা! চৌদ্দশরিকী ফ্রন্টে কিন্তু একদণ্ডও থাকতে পারবেন না।

* * *

আমার প্রায় নাক বন্ধ হচ্ছে কেন বলুন তো?
উত্তর :— রুদ্ধশ্বাসে রাজনীতির কচকচি উপভোগের জন্য।

অতঃপর কানবন্ধ ও চোখবন্ধ করতে হবে।

* * *

'আমি মন্ত্রী হব'—একটি ব্যঙ্গ রসের নাটকের সঙ্গে যোগ করুন 'শুধু একটি বছর'—ছায়াচিত্র।

তাহলে দেখবেন সব কিছু তিক্ত, ছায়া ছায়া ছবি।

আমার মাষ্টার মশাই
ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(অবনীকুমার রায়)

আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাইএর প্রথম নাম শুনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, যখন তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে পি. এইচ্ ডি. উপাধি পান। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে।

তখন সারা কোলকাতার ছাত্রমহলে তাঁর নাম সবার মুখে। 'রোমান্টিক পোইট্রি' পড়াতে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর মত কেউ নাই। বিভিন্ন কলেজ থেকে আমরা দলে দলে যেতাম প্রেসিডেন্সি কলেজে ওঁর বক্তৃতা শুন্‌তে।

ওঁর আলোচনার কিছু বা বুঝ্‌তাম, কিছু বা নয়। তবে এটুকু বুঝ্‌তাম ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের ষষ্ঠ-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে তাঁর কাছে একবছর পড়ার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলাম। ইংরাজি কবিতা পড়ানোর তাঁর অপূর্ব ভঙ্গী আজো মনের স্মৃতিকোঠায় অম্লান আছে।

ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু অবাক হ'য়েছিলাম সেইদিন, যেদিন শুনেছিলাম চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি বাংলা-সাহিত্য 'রামতনু লাহিড়ী' চেয়ার অলঙ্কৃত ক'রেছেন। মনে হ'য়েছিল, কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁর প্রতিপত্তিই এর কারণ। কিন্তু পরবর্তী-কালে তাঁর লেখা বাংলাভাষার কয়েকখানি সমালোচনা পুস্তক প'ড়ে বুঝেছিলাম বাংলা সাহিত্যেও তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সমান পাণ্ডিত্য সাধারণতঃ দেখা যায় না।

এই বিখ্যাত শিক্ষাবিদের পদস্পর্শে একবার জঙ্গীপুরও ধন্য হ'য়েছিল। তিনি এসেছিলেন জঙ্গীপুরে, স্কুলফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত কি না, স্থানীয় শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে তারই আলোচনা ক'র্‌তে। তাঁর বক্তব্য ছিল, যে ছেলে ইংরাজিতে ট্রান্‌স্লেশন ক'রতে পারে, প্রেসী-সাব্‌স্ট্যান্স লিখতে পারে, সে নিশ্চয়ই ইংরাজি ভাষায় লেখা প্রশ্নপত্রও বুঝ্‌তে পারবে। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্য রকম।

আমি তখন জঙ্গীপুর স্কুলে মাষ্টারি করি। আলোচনা সভায় সবিনয়ে ব'লেছিলাম,—স্যার, সাধারণ ছেলেরা ট্রান্‌স্লেশনও ক'রতে পারে না, প্রেসী-সাব্‌স্ট্যান্সও লিখতে পারে না।

তিনি একটু বিরক্ত হ'য়েই ব'লেছিলেন,—আপনি কে? শিক্ষক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার একজন ছাত্র। 'আপনি' ব'ল্‌বেন না, স্যার।

—ও। তুমি কি পড়াও?

—ইংরাজী।

—কি পড়াও হে। ছেলেরা ট্রান্‌স্লেশনও ক'রতে পারেনা, প্রেসী-সাব্‌স্ট্যান্স্‌ও লিখতে পারে না। তবে পড়াও কি।

সেদিন চুপ ক'রেই ছিলাম। তিনিও জান্‌তেন, আর আমরাও জানি শিক্ষার গলদ্ কোথায়।

সেইসব পুরোন কথা আজ মনে পড়ে সংবাদ-পত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প'ড়ে। শ্রদ্ধায় চিত্তভরে ওঠে। আর অহঙ্কার বোধকরি,—আমরাও একদিন তাঁর ছাত্র ছিলাম।

তাই শ্রদ্ধানত চিত্তে প্রণাম জানাই তাঁর দেহমুক্ত আত্মার প্রতি তাঁর একজন ছাত্র হিসাবে।

আদর্শ মন্ত্রীদের দর্শনীয় খরচ

অনেক আদর্শের বুলি আওড়ানো, পশ্চিম-বাংলার সাধারণ জনগণের প্রতি অতিদরদী মন্ত্রীগণ তাদের অতিদরদের নমুনা দেখিয়েছেন সম্প্রতি প্রকাশিত পেট্রল ও টেলিফোন খরচের খতিয়ান থেকে। সকলেই তাঁরা সর্বহারার মন্ত্রী, কিন্তু তাঁদের পেট্রল ও টেলিফোন খরচেই কি সর্বহারা কথাটার মানোন্নয়ন করে? গত এক বৎসরে সর্বভুক মন্ত্রীরা পেট্রল পুড়িয়েছেন এক লক্ষ তিন হাজার আটশ পনেরো টাকার এবং টেলিফোনের বিল উঠিয়েছেন বিরাশী হাজার পাঁচশ পঁচাশি টাকার।

দেশের জনগণএর খাদ্যাভাবে পেট 'রোল' হচ্ছে জনদরদী মন্ত্রীরা খেয়াল খুশিমত পেট্রলএর সদ্ব্যবহার করছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে সফল ধর্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই মার্চ্চ—আজ সারা বাংলা দেশের ছাত্র সমাজের সঙ্গে সাড়া দিয়ে বঙ্গীয় ছাত্র-ফেডারেশন-এর জঙ্গীপুর আঞ্চলিক শাখার ডাকে স্থানীয় কলেজ ও স্কুলগুলিতে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার দাবীতে ও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে 'কেরালার মত' কংগ্রেস সহ অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিনিফ্রন্ট সরকার গঠনের প্রতিবাদে আজকের এই ধর্মঘট। জঙ্গীপুর কলেজ, রঘুনাথগঞ্জ স্কুল ও জঙ্গীপুর মুনীরিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্র-ফেডারেশনের ইউনিটের নেতৃত্বে দুটি ছাত্র মিছিল স্থানীয় মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে তাদের দাবী জানায়। দাবী সম্বন্ধে এ কথাও বলা ছিল যে, উপরোক্ত দাবীগুলি না মিটলে ছাত্র সমাজ প্রত্যক্ষ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বে ও স্কুল কলেজেও গণসংগ্রাম শুরু হবে।

আজকের মিছিলের নেতৃত্ব ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের। মিছিলে সমবেত ছাত্রদের সামনে ভাষণ দেন কমরেড প্রত্যর্পণ সিংহ রায়; কমরেড সুশান্ত পাণ্ডে ও কমরেড মুকুল কুমার।

সিনেমা দেখবো, না মশা তাড়াবো?

অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের অনেক কিছুই দোষ ত্রুটি থাকে এবং সেগুলোকে প্রথম প্রথম ত্রুটিহীন করাও শক্ত। কিন্তু আজকের এই ব্যস্ততার যুগে মানুষ কিছুটা আনন্দ পাবার জন্যই সিনেমা দেখতে যায়, কিন্তু জঙ্গিপুর গণেশ টকিজে সিনেমা দেখতে গিয়ে আনন্দর চেয়ে কষ্টই পেতে হয় বেশী। ওখানকার যান্ত্রিক কোন গোলযোগের কথা উল্লেখ করতে চাই না, কারণ এটুকু উপলব্ধি করি যে অস্থায়ী হলের পক্ষে এটা স্বাভাবিক, শুধুমাত্র উল্লেখ করছি এমন দু-একটি ব্যাপার যেটা কর্তৃপক্ষ অল্প আয়াসেই সমাধান করতে পারেন। যেমন সিনেমা হলে মশার উপদ্রব ও সিনেমা হলের ভিতরে ধূমপান। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ এবং মাননীয় মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দরিদ্রনারায়ণ সেবা

গত ২৪শে ফাল্গুন রবিবার রঘুনাথগঞ্জের বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার পুত্রগণ প্রায় দুই হাজার দরিদ্রনারায়ণকে ভোজন করাইয়াছেন।

গত ২৮শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জের খ্যাতনামা মোক্তার নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীপাঁচকড়ি দাস মহাশয় প্রায় পাঁচ হাজার দরিদ্রনারায়ণকে মিষ্টান্ন সহ ভোজন করাইয়াছেন।

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ৭ই মার্চ্চ শনিবার আহিরণে হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকসন্ কোম্পানীর উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার খ্যাতনামা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বশ্রী সুধীর সেন, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পুষ্পিতা রায় চৌধুরী, কৃষ্ণা রায়, নৃত্যশিল্পী সোনালী রায় ও গীটারশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই অনুষ্ঠানে চার পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল।

রাস্তার দুরবস্থা

শহরের প্রধান প্রধান কয়েকটী রাস্তার উপর যেভাবে ময়লা জল জমা হইয়া সাধারণ পথচারিদের নিদারুণ বিরক্তি, অস্বস্তি ও অসুবিধার কারণ হইয়াছে, বহুদিন যাবত উপযুক্ত প্রতিকারের অভাবে তাহা যেন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এবিষয়ে মিউনিসপ্যাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সাধারণের স্বাস্থ্য ও স্বস্তির বিঘ্নকারী জনগণকে কি তাঁহাদের ময়লাজল নিকাষণে বাধ্য করা যায় না?

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.3

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।